

**এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে ভর্তির বিধি/নীতিমালা :**

পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তি সংক্রান্ত:

**১. ভর্তির শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা:**

ক) এম.ফিল. পাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিত অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. ডিগ্রীধারী সমতা নিরূপন কমিটির মাধ্যমে দরখাস্ত জমা দেবে।

অথবা

খ) ২ (দুই) বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ডিগ্রী এবং ১ (এক) বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রী দেশের ভেতরে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছরের স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে সরাসরি ভর্তি হওয়া যাবে না। পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হলে প্রথমে তাঁদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে (এম.এস. ১২.৩৯.১২)।

কলা/সামাজিক বিজ্ঞান/বিজ্ঞানস স্টাডিজ অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বীকৃতমানের জার্মালে প্রার্থীদের কমপক্ষে ২টি গবেষণামূলক প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকতে হবে। অন্তত ১টি গবেষণা প্রকাশনা একক নামে হতে হবে।

শিক্ষাজীবনে সকল পরীক্ষার কমপক্ষে দুই বিভাগ/শ্রেণী (ন্যূনতম ৫০% নম্বর) থাকতে হবে। CGPA নিয়ম থাকলে মাধ্যমিক/সম্মান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষার CGPA ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা CGPA ৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। উল্লিখিত ন্যূনতম নম্বর বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট/পিএইচ.ডি. উপ-কমিটি/অনুদান নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করবে।

অথবা

গ) (তিন) বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান এবং এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রী-স্নাতক পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে গিল্লিমিডিক শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা থাকতে হবে:

৭) প্রার্থীদের শিক্ষাজীবনে সকল পরীক্ষার কমপক্ষে দুই বিভাগ/শ্রেণী (ন্যূনতম ৫০% নম্বর) থাকতে হবে। CGPA নিয়ম থাকলে মাধ্যমিক/সম্মান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষার CGPA ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা CGPA ৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। এই ন্যূনতম নম্বর বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট/পিএইচ.ডি. উপ-কমিটি/অনুদান নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করবে। পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে প্রচলিত মিলস অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনের অন্যান্য যোগ্যতা ও পরীক্ষার প্রয়োজ্য হবে।

ঘ) প্রার্থীদের স্নাতক পর্যায়ে কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা কোন স্বীকৃতমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের গবেষণা সহযোগী প্রকল্পের অভিজ্ঞতা অথবা সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/আধাস্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং

ঙ) স্বীকৃতমানের জার্মালে প্রার্থীদের কমপক্ষে ২টি গবেষণামূলক প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকতে হবে। তবে কলা/সামাজিক বিজ্ঞান/বাস্তবিক অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্তত ১টি গবেষণা প্রকাশনা একক নামে হতে হবে।

৮) অন্য বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী আর্থ ও এনডায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের অন্তর্গত বিভাগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একাডেমিক কমিটি এবং অনুদানীয় পিএইচ.ডি. উপ-কমিটির সুপারিশক্রমে ভর্তি হতে পারবে। একেই সুপারভাইজারের পরামর্শে বিশেষ ব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ৪ ক্রেডিটের ১টি কোর্স-ওয়ার্ক থাকবে।

২. ভর্তি প্রক্রিয়া: এম.ফিল. পাশের মূল সনদপত্র অথবা সকল পরীক্ষার পাশের মূল নম্বরসনদ ও প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রকাশন ও চাকরীর প্রমাণপত্র এবং চানজী স্মারকে ১০০০/- (একহাজার) টাকা এবং দেশের বর্ষিক বাইরে রেজিস্ট্রেশনের মতর পেমেন্ট আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তা প্রার্থী কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণের পর উক্ত আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট জ্ঞানবায়ক, বিভাগের/ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটি, পিএইচ.ডি. উপ-কমিটি ও অনুদান সত্তার সুপারিশসহ 'বোর্ড অব এডমিসশনাল অফিস' সুপারিশ করলে একাডেমিক পরিষদ পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

বিজ্ঞানস স্টাডিজ অনুবাদের ক্ষেত্রে-

৩) পিএইচ.ডি./এম.ফিল. উচ্চতর ডিগ্রী কোন বিষয়ে এর পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগে বিভাগীয় শিক্ষকদের যত্ন হতে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি কর্তৃক গঠিত একটি পিএইচ.ডি./এম.ফিল. প্রোগ্রাম কমিটি থাকবে। কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে একজন কমিটির আহ্বায়ক হবেন। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে বিভাগের আকার বিবেচনায় তিন (৩) অথবা দুই (২) জন।

(খ) সকল পরীক্ষা পাসের মূল নম্বরসহ/গ্রেড শীট ও জনতা ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার রশিদ দেখিয়ে রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তা প্রার্থী কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণের পর উক্ত আবেদনপত্র প্রার্থী বিভাগে জমা দেবে। অতঃপর অনুযায়িত বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্য হতে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি কর্তৃক গঠিত পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম উপ-কমিটি (বিভাগের আকার বিবেচনায় ৩ অথবা ৫ সদস্যের উপ-কমিটি, গঠিত কমিটির ১ জন আহ্বায়ক থাকবেন) সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রার্থীর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যোগ্যতা যাচাই করার পর বিভাগের একাডেমিক কমিটির সুপারিশক্রমে অনুযায়িত সভার সুপারিশসহ বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর সভায় বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হবে। বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ সুপারিশ করলে একাডেমিক পরিষদ পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

পিএইচ.ডি. কোর্সে ভর্তি হতে সকল প্রার্থীদেরকে জনতা ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় ১০০০/- টাকা জমা দিয়ে টাকা জমার রশিদসহ ভর্তি ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে।

৩. মেয়াদ: পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের মেয়াদ ৪ (চার) বছর। ২ (দুই) বছর পর থিসিস জমা দেওয়া যাবে। থিসিস জমা না হওয়া পর্যন্ত হতে বছর একই সময় রেজিস্ট্রেশন ফিস জমা দিতে হবে। সময়মতো রেজিস্ট্রেশন ফিস জমা না দিলে নিয়মানুযায়ী বিলম্ব ফিস প্রদান করতে হবে।

ষষ্ঠকালীন পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর। ৪ (চার) বছর পরে থিসিস জমা দেওয়া যাবে। তবে কোন গবেষক যদি কাজ সম্পন্ন করে ৩ (তিন) বছরের শেষে থিসিস জমা দিতে চান তাহলে তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশসহ একাডেমিক কাউন্সিল-এর অনুমোদন নিয়ে বিশেষ বিবেচনায় তা জমা দিতে পারবেন।

৪. কোর্স ও ক্লাশ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ (চার) বছর মেয়াদী অনার্স এবং ১ (এক) বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রী থাকলে অথবা এম.ফিল. ডিগ্রী থাকলে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য তত্ত্বীয় কোর্স নেয়ার প্রয়োজন নেই।

বিজ্ঞান/জীববিজ্ঞান/ফার্মেসী/ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী/আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস ও আইন অনুষদের বিভাগসমূহে এবং পৃষ্ঠি ও খাদ্যবিজ্ঞান/পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্ষভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত গবেষকদের জন্য সর্বমোট ২০০ নম্বরের দুই ইউনিট (প্রতি ইউনিট ১০০ নম্বর) অথবা চার ইউনিট (প্রতি ইউনিট ৫০ নম্বর) তত্ত্বীয় কোর্স ১ম বর্ষে সম্পন্ন করা আবশ্যিক। প্রতি কোর্সে ১০০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ৪ ঘন্টার এবং ৫০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ২ ঘন্টার পরীক্ষা দিতে হবে। এছাড়া ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষাও থাকবে। তত্ত্বীয় পরীক্ষায় পাস নম্বর গড়ে ৫০% এবং মৌখিক পরীক্ষায় পাস নম্বর ৫০%। কোনো একটি কোর্সের পরীক্ষায় ৩০%-এর কম নম্বর গণনা করা হবে না। উপরিউক্ত পরীক্ষায় কোন গবেষক অনুত্তীর্ণ হলে পরবর্তী পরীক্ষা দিতে পারবেন। তবে যেসব বিষয়ে তিনি ৫০%-এর অধিক নম্বর পেয়েছেন, সেই নম্বর বহাল রাখার অধিকার তাঁর থাকবে।

প্রতি ১০০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ন্যূনতম ৪৮টি এবং ৫০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ন্যূনতম ২৪টি ক্লাশ গ্রহণ আবশ্যিক। পিএইচ.ডি. (১ম পর্ব) প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তত্ত্বীয় পরীক্ষায় পাস করে একজন গবেষক মৌখিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে পরবর্তী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ইচ্ছে করলে ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

পিএইচ.ডি. কোর্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য কোনো গবেষক কোনো একটি তত্ত্বীয় কোর্সে/মৌখিক পরীক্ষায় ৫০%-এর কম নম্বর পেয়ে থাকলে সেই কোর্সে/মৌখিক পরীক্ষায় পরবর্তী সুযোগে পুনঃভর্তি ছাড়াই যথারীতি ফিস প্রদান করে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

কলা/সামাজিক বিজ্ঞান/বিজ্ঞানস্টাডিজ/আইন/চারকলা/বিজ্ঞান/জীববিজ্ঞান/ফার্মেসী/ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী/আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ এবং স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা অনুষদের বিভাগসমূহে এবং ইনস্টিটিউটসমূহে পূর্ণকালীন সময়ের পিএইচ.ডি. গবেষকদের নিয়মিত বোর্ড পূর্বের নিয়মানুযায়ী ৪ (চার) বছরের এবং ১ (এক) বছরের ছুটি নিয়ে যোগদান করতে হবে। তাঁরা ২ (দুই) বছর পর থিসিস জমা দিতে পারবেন। বিভাগীয় পিএইচ.ডি. সাব-কমিটি প্রয়োজন মনে করলে কোনো গবেষককে নিয়মানুযায়ী কোর্সওয়ার্ক করার শর্তারোপ করতে পারবে।



কলা/সামাজিক বিজ্ঞান/বিজনেস স্টাডিজ/আইন /চারুকলা/ বিজ্ঞান/জীববিজ্ঞান/ফার্মেসী/ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী / আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুযায়ীসমূহের বিভাগ/ইনস্টিটিউটসমূহে খণ্ডকালীন পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের ব্যবস্থা থাকবে। রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ হবে ৫ (পাঁচ) বছর। ৪ (চার) বছর পরে গবেষক থিসিস জমা দিতে পারবেন। তবে কোনো গবেষক যদি তিন বছর শেষে কাজ সম্পন্ন করে থিসিস জমা দিতে চান তাহলে তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশসহ একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে বিশেষ বিবেচনায় জমা দিতে পারবেন। বিভাগীয় পিএইচ.ডি. সার-কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রয়োজন মনে করলে কোনো গবেষককে নিয়মানুযায়ী কোর্সওয়ার্ক করার শর্তারোপ করতে পারবে।

বিজ্ঞান/জীববিজ্ঞান/ফার্মেসী/ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী/আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস ও আইন অনুযায়ী এবং ইনস্টিটিউটসমূহে খণ্ডকালীন পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম থাকবে। রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ হবে ৫ বছর। ৪ বছর পর কোন গবেষক থিসিস জমা দিতে পারবেন। উল্লেখিত ইনস্টিটিউট/অনুযায়ীসমূহের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদেরকে ৪ এর ধারা অনুযায়ী কোর্স বাধ্যতামূলক হবে।

৫. এম.ফিল. থেকে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে স্থানান্তর: যে-সকল প্রার্থী এম.ফিল. ১ম বর্ষের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকা্য হয়েছেন এবং ২য় বর্ষের মধ্যে আবেদন করেছেন তাঁদেরকে ( ফলাফল প্রকাশের এক বছরের মধ্যে ) গবেষণায় সম্ভোষণক অগ্রগতির ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি, পিএইচ.ডি. উপ-কমিটি অনুযায়ী সভার সুপারিশ এবং 'বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ' ও একাডেমিক পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে এম.ফিল. থেকে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে স্থানান্তর করা যাবে।

৬. ছুটি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিরত ভর্তিচ্ছ প্রার্থী ব্যতিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের নিয়োগকর্তার নিকট থেকে কমপক্ষে ১ (এক) বছরের ছুটি নিয়ে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে যোগদান করতে হবে। তবে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে ছুটির বিষয়টি শিথিল করা যেতে পারে উল্লেখ্য, চাকরিরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর এম.ফিল. ডিগ্রীধারী অথবা এম. ফিল. থেকে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে স্থানান্তরিতদের ছুটি নেওয়া আবশ্যিক নয়, তবে কর্মস্থলের নিয়োগকর্তার নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে যোগদান করতে হবে। ষষ্ঠকালীন পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম এর ক্ষেত্রে ছুটি নেয়া বাধ্যতামূলক নয়। তবে নিয়োগ কর্তার অনুমতি নিতে হবে।

#### ৭. তত্ত্বাবধায়ক:

(ক) এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে দুটি মিলিয়ে এক সাথে একজন তত্ত্বাবধায়ক অনধিক এককভাবে ৮ (আট) জন অথবা যৌথভাবে ১০ (দশ) জন গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক পিএইচ.ডি./এম.ফিল. করবেন তাঁদেরকে উল্লেখিত গবেষক সংখ্যায় অর্ন্তভুক্ত করা হবে না। অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রীধারী সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের গবেষকদের গবেষণা তত্ত্বাবধায়ন করতে পারবেন। কোন প্রার্থীরই মূল তত্ত্বাবধায়কের সাথে ২ (দুই) জনের বেশি যৌথ তত্ত্বাবধায়ক থাকতে পারবেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের একজন যৌথ তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবেন, তবে একাডেমিক পরিষদ কর্তৃক অবশ্যই প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। মূল তত্ত্বাবধায়ক সংশ্লিষ্ট বিভাগেরই হবেন।

৮. তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন: তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের একাডেমিক কমিটি, অনুযায়ী সভার সুপারিশ এবং বর্তমান ও প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়কের সম্মতিসূচক লিখিত মতামতের ভিত্তিতে 'বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ' ও একাডেমিক পরিষদ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে তত্ত্বাবধায়কের অবর্তমানে বিভাগীয়/ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটির সুপারিশক্রমে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা যাবে।

৯. শিরোনাম পরিবর্তন: গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভাগীয়/ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটি ও অনুযায়ী সভার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে 'বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ' ও একাডেমিক পরিষদ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত আবেদনপত্র ব্যবহার করতে হবে।

১০. সময়বৃদ্ধি (উপাচার্যের উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে): গবেষকদের থিসিস জমা দেওয়ার সময় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এবং থিসিস জমা দেওয়ার চূড়ান্ত গথ্যে থাকলে সেক্ষেত্রে মাননীয় উপাচার্য অর্ধ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন।

১১. পুনরেজিস্ট্রেশন: রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ (চার বছর) শেষ হলে আরও চার বছরের জন্য পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।



১২. নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশন: রেজিস্ট্রেশন এবং পুনরায় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ (৪+৪ = ৮) আট বছর অতিক্রান্ত হলে নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা থাকবে, তবে এই সুযোগ কেবল ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষের পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত গবেষকদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশন ও পুনঃরেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হলে নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অতিরিক্ত ফিস দিতে হবে।

১৩. অগ্রগতির বিবরণ: একজন পিএইচ.ডি. গবেষক তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবেন এবং প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অগ্রগতির বিবরণ তাঁর তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও ডিনের মাধ্যমে 'বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ'কে অবগত করতে হবে।

১৪. সেমিনার বক্তব্য: সকল অনুষদের বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটসমূহের পিএইচ.ডি. গবেষকদের প্রতি বছর স্ব স্ব একাডেমিক কমিটির সম্মুখে একটি করে সেমিনার বক্তব্য দিতে হবে। এভাবে কমপক্ষে ২টি সেমিনার রিপোর্ট তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট থিসিসের সঙ্গে জমা দিতে হবে। সেমিনার বক্তব্যের রিপোর্ট ছাড়া থিসিস জমা নেওয়া হবে না।

১৫. বৃত্তি: প্রতি শিক্ষাবর্ষে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে মোট ১০ টি বৃত্তি (মাসিক) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে মঞ্জুর করা হবে। তবে গবেষক চাকুরিরত থাকলে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি/আর্থিক সহযোগিতা পেলে, এ বৃত্তি ভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হবে না। ২য় বর্ষে এই বৃত্তি নবায়নের ব্যবস্থা থাকবে।

১৬. ফিস ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়: পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের ফিস এবং অন্যান্য প্রদেয় হারের বিষয় হিসাব পরিচালকের অফিস থেকে জানা যাবে।

এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তি সংক্রান্ত:

১. এম.ফিল. ভর্তির যোগ্যতা:

(ক) চার বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ডিগ্রি এবং ১ বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা

(খ) তিন বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ও এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা

(গ) দুই বছর মেয়াদি স্নাতক ও দুই বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং স্নাতক পর্যায়ে ১ বছরে শিক্ষকতা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ১ বছরের চাকুরী অথবা স্বীকৃত মানের জার্নালে ১টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ

(ঘ) প্রার্থীদের সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণীসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে। C.G.P.A. নিয়ম থাকলে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় C.G.P.A. ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা C.G.P.A. ৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে।

২. ভর্তি প্রক্রিয়া: উল্লিখিত শর্তপূরণকারীগণ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সকল পরীক্ষা পাসের মূল নম্বর সনদ এবং জনতা ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় ৫০০.০০ টাকা জমা দিয়ে টাকা জমা দেয়ার রশিদ দেখিয়ে শিক্ষা-১ এর- শাখা থেকে এম.ফিল. ১ম পর্বের ভর্তির নির্দিষ্ট আবেদনপত্র সংগ্রহ করবে এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগে/ইনস্টিটিউটে জমা দেওয়ার পর বিভাগীয়/ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটির ও সংশ্লিষ্ট অনুষদ সভার সুপারিশের প্রয়োজন হবে। এরপর বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজের সভার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে একাডেমিক পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তত্ত্বাবধায়কের কোটা খালি থাকা সাপেক্ষে তাদের ভর্তির অনুমতিপত্র দেওয়া হবে।

আবেদনকারী যে হলের ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সে হলের প্রাধ্যক্ষের স্বাক্ষর নেওয়ার পর আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগে/ইনস্টিটিউটে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, আবেদনকারী যে হলের ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে স্নাতক সম্মান/মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেছে, সে হলে ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন না। বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ভর্তির ক্ষেত্রে আবেদনপত্র গ্রহণের পূর্বে তাদের অর্জিত ডিগ্রির সমতা নিরূপণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সমতা নিরূপণ কমিটির নিকট আবেদন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট অনুষদের মাধ্যমে সমতা নিরূপণ করাতে হবে।

৩. মেয়াদ: এম.ফিল. প্রোগ্রামের মেয়াদ দুই বছর। ১ম বর্ষ কোর্স ওয়ার্ক ও ২য় বর্ষ থিসিস। তবে এম.ফিল. প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ যোগদানের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর। ভর্তি ফিস জমা দেয়ার তারিখ যোগদানের তারিখ যোগদানের তারিখ হিসেবে গন্য হবে।

৪. কোর্স ও ক্লাস: সকল অনুষদের /ইনস্টিটিউটের এম.ফিল. কোর্স পূর্ণকালীন কোর্স হিসেবে গণ্য হবে।

এম.ফিল প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত গবেষকদের জন্য সর্বমোট ২০০ নম্বরের দুই ইউনিট (প্রতি ইউনিট ১০০ নম্বর) অথবা চার ইউনিট (প্রতি ইউনিট ৫০ নম্বর) তত্ত্বীয় কোর্স ১ম বর্ষে সম্পন্ন করা আবশ্যিক। প্রতি কোর্সে ১০০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ৪ ঘন্টার এবং ৫০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ২ ঘন্টার পরীক্ষা দিতে হবে। এছাড়া ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষাও থাকবে। তত্ত্বীয় পরীক্ষায় পাস নম্বর গড়ে ৫০% এবং মৌখিক পরীক্ষার পাস নম্বর ৫০%। কোনো একটি কোর্সের পরীক্ষায় ৩০% এর কম নম্বর গণনা করা হবে না। উপরিউক্ত পরীক্ষায় কোনো গবেষক অনুত্তীর্ণ হলে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে পুনঃভর্তি হয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন। তবে যেসব বিষয়ে তিনি ৫০%-এবং অধিক নম্বর পেয়েছেন, সেই নম্বর বহাল রাখার অধিকার তাঁর থাকবে।

প্রতি ১০০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ন্যূনতম ৪৮টি এবং ৫০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ন্যূনতম ২৪টি ক্লাস গ্রহণ আবশ্যিক।

এম.ফিল. প্রোগ্রামে তত্ত্বীয় পরীক্ষায় পাস করে একজন গবেষক মৌখিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে পরবর্তী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ইচ্ছে করলে ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

এম.ফিল কোর্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য কোনো গবেষক কোনো একটি তত্ত্বীয় কোর্স/মৌখিক পরীক্ষায় ৫০%-এর কম নম্বর পেয়ে থাকলে সেই কোর্স/মৌখিক পরীক্ষায় পরবর্তী সুযোগে পুনঃভর্তি ছাড়াই যথারীতি ফিস প্রদান করে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

৫. ছুটি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্যতীত চাকরিরত প্রার্থীদের ১ (এক) বছরের ছুটি নিয়ে এম. ফিল. প্রোগ্রামে যোগদান করতে হবে। তবে কোনো আবেদনকারী যদি কোনো উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকেন, সেক্ষেত্রে বিভাগের/ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটির এবং সংশ্লিষ্ট অনুষদের সুপারিশের ভিত্তিতে একাডেমিক পরিষদ তা শিথিল করতে পারে।

৬. তত্ত্বাবধায়ক : একজন শিক্ষক এম.ফিল ও পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে দুটো মিলিয়ে এক সাথে সর্বমোট অনধিক এককভাবে ৮ (আট) জন অথবা যৌথভাবে ১০ (দশ) জন গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। একজন গবেষক সর্বোচ্চ ২ জন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে গবেষণা করতে পারবেন, যাদের এক জনকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের হতে হবে; অপরজন অন্য বিভাগের অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের হতে পারেন। তবে মূল তত্ত্বাবধায়ক সংশ্লিষ্ট বিভাগের/ইনস্টিটিউটের হবেন। অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ এম.ফিল. প্রোগ্রামের গবেষকদের তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবেন।

৭. দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি : এম.ফিল. ১ম বর্ষ উত্তীর্ণ গবেষকগণকে পরীক্ষার ফল প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে ২য় বর্ষে ভর্তি হতে হবে। দৈনিক ১০ (দশ) টাকা নির্ধারিত হারে বিলম্ব ফিস প্রদান করে আরো ১ (এক) মাস পর্যন্ত ভর্তি হওয়া যাবে। ১ম বর্ষ পরীক্ষার ফলপ্রকাশের ২(দুই) মাসের মধ্যে ভর্তি না হলে পরবর্তী প্রতি মাসে / এবং মাসের অংশ বিশেষের জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা বিলম্ব ফিস প্রদান করে রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা পর্যন্ত ভর্তি হতে পারবে।

৮. পুনঃভর্তি : কোনো এম.ফিল. গবেষক ১ম বর্ষ পরীক্ষায় প্রথম বারে পাস করতে না পারলে অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে অথবা কোর্স সমাপ্ত করতে না পারলে তত্ত্বাবধায়ক ও বিলম্বীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে শুধু একবার পুনরায় ভর্তি হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এরপর আর পুনঃভর্তির সুযোগ থাকবে না। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপাচার্য মহোদয় পুনঃভর্তির অনুমতি দিবেন।



৯. তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন: কোনো গবেষক তাঁর তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন করতে চাইলে, শিক্ষা-১ শাখা থেকে নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক বিভাগের/ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটি ও সংশ্লিষ্ট অনুযায়ী সভার সুপারিশের পর তাঁকে 'বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ'-এর সুপারিশ এবং একাডেমিক পরিষদ সভার অনুমোদন নিতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্বের তত্ত্বাবধায়ক ও প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়কের লিখিত সম্মতি থাকা আবশ্যিক। তবে তত্ত্বাবধায়কের অবর্তমানে বিভাগীয়/ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটির সুপারিশক্রমে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা যাবে।

১০. শিরোনাম পরিবর্তন: কোনো গবেষক তাঁর গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তন করতে চাইলে, তাঁকে শিক্ষা-১ শাখা থেকে নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে তা যথাযথ পূরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক, বিভাগের/ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটি ও অনুযায়ী সভার সুপারিশের পর তাঁকে 'বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ'-এর সুপারিশ এবং একাডেমিক পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

#### ১১. থিসিস জমা ও সময়বৃদ্ধি:

- ক) এম.ফিল. ১ম পর্বের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ৬ মাস থেকে ১ (এক) বছরের মধ্যে থিসিস জমা দিতে পারবে। তবে কোন প্রকার বিলম্ব ফিস ব্যতীত এম.ফিল প্রোগ্রামে যোগদানের পর গবেষক ৩ বছরের মধ্যে থিসিস জমা দিতে পারবে এবং পরবর্তীতে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা পর্যন্ত ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বিলম্ব ফিস দিয়ে তা জমা দিতে পারবে।
- খ) কোনো গবেষকের থিসিস জমা দেওয়ার সময় পার হয়ে গেলে তিনি তা জমা দানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগের/ইনস্টিটিউটের প্রধানের সুপারিশসহ উপাচার্য মহোদয় বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করলে উপাচার্য মহোদয় সিন্ডিকেটের ৬/১২/২০০১ তারিখের সিদ্ধান্ত বলে গবেষককে থিসিস জমা দেওয়ার জন্য আরো ৬ (ছয়) মাস সময় বৃদ্ধির বিষয়ে বিবেচনা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তার রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ বর্ধিত হবে বলে গণ্য হবে।

১২. ফিস : এম.ফিল. প্রোগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে ফিসের হার হিসাব পরিচালকের দপ্তর থেকে জ্ঞানা যাবে।

১৩. এম. ফিল. বৃত্তি: এম.ফিল. প্রোগ্রামে প্রতি শিক্ষাবর্ষে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে ইতিহাস বিভাগের জন্য নির্ধারিত একটি শের-ই-বাংলা বৃত্তিসহ মোট ৫০ টি বৃত্তি (মাসিক) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে বৃত্তি মঞ্জুরীর সুপারিশ করো হলো। তবে গবেষক চাকরিরত থাকলে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি/আর্থিক সহযোগিতা পেলে এ বৃত্তি ভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হবেন না। ২য় বর্ষে এই বৃত্তি নবায়নের ব্যবস্থা থাকবে। তবে বৃত্তিদারী গবেষক যদি প্রথম বর্ষে প্রথমবারে পাশ করতে না পারেন তবে এই বৃত্তি প্রদান করা হবে না।

যে সকল গবেষক বৃত্তি পাবেনা সেসকল গবেষকদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের এ্যাসিস্টেন্টশীপ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।